তারিখ ... 27 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

কুবির ফিটনেসবিহীন বাসে গাদাগাদি

সাত হাজার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য নিজস্ব বাস ৮টি

মো. জাহিদুল ইসলাম, কুবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) এক এক করে ১১টি ব্যাচ আসলেও এখনও কাটেনি পরিবহন সংকট। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিতে প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়লেও সে তুলনায় বাড়ছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের সংখ্যা। আর যেগুলো আছে তার মান নিয়েও শঙ্কিত শিক্ষার্থীরা। যার কারণে প্রতিনিয়তই ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী পরিবহনের জন্য রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৮টি এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) এর ভাড়া করা ৯টি বাস। যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। প্রতিষ্ঠার এত বছর পেরিয়ে গেলেও নিজস্ব অর্থায়নে এখন পর্যন্ত ৭টি বাস কিনেছে বিশ্ববিদ্যালয়। আর ১টি বাস জনতা ব্যাংকের উপহার। এর মধ্যে ২টি ৩৬ আসনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে শিক্ষকবৃন্দ, ১টিতে কর্মকর্তাবৃন্দ, ১ টিতে কর্মচারীরা এবং বাকি ৪টি দেয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) এর বাসগুলোতে আসা যাওয়া করেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর তুলনায় বাসের সংখ্যা কম হওয়ায় গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে ও দরজায় ঝুলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় শিক্ষার্থীদের। যেখানে ১টি বাসে ৫০ জনের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে সেখানে প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থীদের যাতায়াত করতে হয়। এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা। তাছাড়া বিআরটিসি বাসগুলোতে নেই কোন ফ্যানের ব্যবস্থা ফলে অসহনীয় গরমে সিদ্ধ হন আরহীরা। এছাড়া বিআরটিসির বাসের সেবা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষার্থীদের মাঝে। শিক্ষার্থীরা জানান, বিআরটিসির যেসব বাস হাইওয়ে রাস্তায় চলাচলে অক্ষম সেসব বাস দিয়ে চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থা। প্রায়ই কোন না কোন বাস মাঝ পথে নষ্ট হয়ে যায়। বিআরটিসি কতিপয় চালকের বেপরোয়া গাড়ি চালানোয় প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনায় পড়ছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিআরটিসির ফিটনেসবিহীন বাসগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বাসগুলোর প্রায় সবগুলোরই দরজা জানালা অকেজ। জানালার গ্লাস ভাঙ্গা থাকার কারণে বৃষ্টির সময়ে ভিজে ভিজে যাতায়াত করতে হয় শিক্ষার্থীদের।

এদিকে পরিবহন ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই আলাদা পরিবহন পুল বা দপ্তর। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাস, মিনিবাস, মাইক্রো, জিপগাড়ি সব মিলিয়ে ১৬টি গাড়ি থাকা সত্ত্বেও নেই কোন পরিবহন শেড। যার প্রভাবে রোদ, বৃষ্টি, কাদামাটিতে দ্রুতই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গাড়ির রংসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশসমূহ। এছাড়া চালকদের বসার জন্য ও গাড়ির যন্ত্রাংশ রাখার জন্য নেই কোন আলাদা কক্ষের ব্যাবস্থা। পরিবহনের জন্য চালক সংকট রয়েছে বলেও জানান পরিবহন সমিতির নেতৃবৃন্দ। তারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ১৬টি গাড়ির জন্য রয়েছে ১৫ জন চালক। যেখানে গাড়ির চেয়ে চালক বেশি থাকার কথা সেখানে আরও কম। এছাড়া, বিআরটিসির চালকদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ব্যাতিত অন্য যাত্রী বহনেরও অভিযোগ উঠেছে। গণিত বিভাগের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী তোফাজ্জল হোসেন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসের সংখ্যা এতই কম যে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও বাসে উঠতে পারি না। অনেক কষ্টে বাসে উঠতে পারলেও বসার কোনো সুযোগ পাওয়া যায় না। তাছাড়া এই প্রচণ্ড গরম এ বাসের মধ্যে কোন পাখার বাবস্থা নেই।' নৃবিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী সাব্বির রহমান জানান, 'বিআরটিসির যে বাসগুলো আমাদের যাতায়াতের জন্য ভাড়া করা হয়েছে তার সবগুলিই অনেক পুরনো। প্রায় সময়ই রাস্তায় নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমাদের দুর্ভোগে পড়তে হয়।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন কমিটির আহ্বায়ক ড. কাজী মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন বলেন, 'আমাদের পরিবহন সংকট রয়েছে, সে সংকট নিরসনে চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের জন্য বিআরটিসি'র ৯টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৪টি বাস শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহনে নতুন আর একটি বাস যুক্ত হবে। তবে এ গুলো দিয়ে সমস্যার সমাধান না হলে পরবর্তীতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর